

**অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৩৯**

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

অনুবাদ : কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা
জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম
দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়তেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

অনুবাদ : ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই
কামের আশ্রয়স্থল। এই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা
কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে
তাকে বিভ্রান্ত করে।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪১

তস্মাত্তুমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপমানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।



**অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪১**

তস্মাত্তুমিन्द्रিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
 পাপমানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।
 ৪১।।

অনুবাদ : অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি
 প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান
 ও বিজ্ঞান-নাশক পাপের প্রতীকরূপ এই
 কামকে বিনাশ কর।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪২

ইन्द्रিয়াণি পরাণ্যাহুরিन्द्रিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
 মনসমন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥৪২॥
অনুবাদ : স্কুল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি
 শ্রেয়; ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়; মন
 থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিন (আত্মা) সেই
 বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।





কর্মযোগ - তৃতীয় অধ্যায়

কামকে বিনাশ কর।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসমন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥৪২॥

অনুবাদ : স্কুল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি
শ্রেয়; ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়; মন
থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিন (আত্মা) সেই
বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৪৩

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

অনুবাদ : হে মহাবীর অর্জুন! নিজেকে
জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে,
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির কর
এবং এভাবেই চিৎ-শক্তির দ্বারা কামরূপ
দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।





কর্মযোগ - তৃতীয় অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৩৬

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

অনুবাদ : অর্জুন বললেন- হে বার্ষেয়!
মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা
সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই
পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

শ্রীভগবানুবাচ

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৩৭

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপমা বিদ্বেনমিহ বৈরিণম্ ॥
৩৭॥

অনুবাদ : পরমেশ্বর ভগবান বললেন-
হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই
মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই
কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী
ও পাপাতাক। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু





কর্মযোগ - তৃতীয় অধ্যায়

হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৩৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।

যথোন্মেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

অনুবাদ : অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মায়ায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

অধ্যায় ০৩ - শ্লোক ৩৯

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয়ো-অধ্যায়ঃ

কৰ্মযোগ

অৰ্জুন উবাচ

ত্যাযসী চেৎ কৰ্মণঃ তে, মতা বুদ্ধিঃ জনার্দন ।
কিং কৰ্মণি ঘোরে মাং, নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১
ত্যাযিশ্রেণ ইব বাক্যেন, বুদ্ধিং মোহয়সি ইব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য, যেন শ্রেয়ো-অহম্ আপুয়াম ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

লাক-অস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা, পুরা প্রোক্তা ময়া অনঘ